যুগান্তর

তারিখ 29 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

ভুয়া সনদধারী শিক্ষকদের তালিকা তলব

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের ভুয়া সনদধারী শিক্ষকদের তালিকা তলব করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষকে সনদ যাচাই করে ওই তালিকা তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সোমবার এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালককে এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সালমা জাহান স্বাক্ষরিত ওই আদেশে বলা হয়, গত ১৬ আগস্ট মন্ত্রণালয়ের এক সভায় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের সনদ যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এ কাজ করে শিক্ষকদের তালিকা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন। সে অনুযায়ী অধ্যক্ষকে সনদ যাচাইপূর্বক ভুয়া সনদধারী শিক্ষকদের তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য বলা হল।

তবে অধ্যক্ষকে এ দায়িত্ব দেয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। প্রতিষ্ঠানটির অভিভাবক ঐক্য ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ জিয়াউল কবীর দুলু বলেন, 'অধ্যক্ষের মাধ্যমে জাল সনদের সঠিক তথ্য বের হওয়ার ব্যাপারে আমরা সন্দিহান। কেনলা কয়েকদিন আগে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) কোচিংবাজ শিক্ষকের যে তালিকা জমা দেয়া হয়েছে, তাতে শুধু অধ্যক্ষের অপছন্দের শিক্ষকদের নাম স্থান পেয়েছে বলে অভিযোগ আছে। তাছাড়া ২০০৪ সাল থেকে তিনি এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হিসেবে আছেন। তখন থেকে যত নিয়োগ হয়েছে, প্রত্যেকটির নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন তিনি। তাই নিজের উপস্থিতিতে নিয়োগে জটিলতা থাকলে তা তিনি মন্ত্রণালয়ে জানাবেন কিনা, তা নিয়ে জোরালো সংশয় আছে।'

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ

অভিভাবকদের দাবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সালমা জাহান বলেন, 'আমরা অধ্যক্ষকে মন্ত্রণালয়ে ডেকে এ যাচাই কাজ করতে বলে দিয়েছি। এছাড়া সরকারি আদেশ হয়েছে। আশা করছি, তিনি কাউকে বাঁচানোর মতো দায়িত্ব নেবেন না।'

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম যুগান্তরকে বলেন, 'শিক্ষকদের সনদপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কোনো নির্দেশনা এখনও আমি পাইনি। কাল (আজ) কলেজে গিয়ে ওয়েবসাইট দেখব। তবে চিঠি পেলেও আমার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়। কেননা আমি যাচাই-বাছাই বিশেষজ্ঞ নই।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'উল্টাপাল্টা কিছু লিখবেন না। আমি দুদকে কোচিংয়ে জড়িত কোনো শিক্ষকের তালিকা পাঠাইনি। ১২৮ জনের একটি তালিকা কে বা কারা ভুয়া স্বাক্ষরে স্ক্যান করে পাঠিয়েছে। সেটার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। আমার প্রতিষ্ঠানে ৬৬০ জন শিক্ষক আছেন। তাদের মধ্যে কে এমপিও পাচ্ছেন আর কে পাচ্ছেন না— সেটা উল্লেখ করে দুদকে দিয়েছি।' তিনি বলেন, 'নিয়োগ কমিটিতে শুধু আমি নই, সরকারি প্রতিনিধি থাকেন। তারাও সনদপত্র, প্রার্থী ইত্যাদি দেখেন। আর সালাম খানের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা আমরা পেয়েছি। কিন্তু তিনি উচ্চ আদালতে মামলা করেছেন। সে কারণে জিবি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তবে মন্ত্রণালয় তার এমপিও বন্ধ রেখেছে।'

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মে মাসে সালাম খান নামে এক শিক্ষকের জাল সনদে চাকরি নেয়ার বিষয়টি মাউশির তদন্তে প্রমাণিত হয়। এরপর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে তখন ঢাকা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডির সভাপতিকে চারটি নির্দেশনা দেয়। তা হচ্ছে— সরকারের জনবল কাঠামো নির্দেশিকার ১৮(১)(গ) অনুযায়ী সালাম খানের এমপিও স্থগিত করা। তার বিএড সনদ বৈধ না হওয়ায় তার নিয়োগ বিধিসম্মত নয়, তাই সালাম খান কর্তৃক এ পর্যন্ত এমপিও হিসেবে নেয়া অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া। প্রয়োজনে অর্থ আদায়ে পিডিআর অ্যাক্ট ১৯১৩ অনুযায়ী মামলা করতে হবে। এবং নিয়োগ বাতিল করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, এরপর আইডিয়ালের আরও ২২ জন শিক্ষকের সনদের ব্যাপারে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য দাখিল হয়েছে। সেগুলোও সন্দেহপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মে মাসে শিক্ষকদের সনদ যাচাইয়ের আরেকটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন তথ্য পাওয়া যায়নি। এর আগে গত মার্চে আরেক চিঠিতে স্কুলের আয়-ব্যয় এবং শিক্ষক নিয়োগসহ ৬ ধরনের তথ্য তলব করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে আরও আছে— স্কুলের শ্রেণীওয়ারি মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা (প্রমাণসহ), বেতন ও আনুষঙ্গিকসহ (খাতওয়ারি) মাসিক অর্জিত আয়, এমপিওবিহীন শিক্ষক-কর্মচারী (স্কেলওয়ারি বেতন ও আনুষঙ্গিক সুবিধা), স্কুলের উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি। এতে বিশেষ করে স্কুলের অতিরিক্ত শ্রেণী বা শিফট খোলার অনুমোদনপত্র, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া, নিয়োগ যথাযথভাবে হয়েছে কিনা ইত্যাদি প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে উল্লিখিত সব তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে বলা হয়েছিল।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
তারিখ
ডাক. পরিসংখ্যান বিভাগ
ডাক. ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার